জিয়ারতে আশুরার ফজিলাত

শেইখ তুসী (রহঃ) হতে মিসবাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ রাবী পঞ্চম ইমাম হযরত বাকের (আঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ কোন ব্যক্তি যদি মহরম মাসের দশ তারিখে হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ) –কে জিয়ারত করে এবং তাঁর পবিত্র মাজারের নিকট অশ্রুপাত করে, তাহলে কেয়ামত দিবসে এমনাবস্থায় প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হবে যখন তার কৃতকর্মের হিসেবে দু'হাজার হজ্জ, দু'হাজার ওমরাহ্ ও দু'হাজার জিহাদ কার্য সমাপণকারীর সওয়াব সন্নিবেশিত থাকবে ।

এ সময় পুনরায় ইমামকে প্রশ্ন করা হল যে, এ পূর্ণ্যী তো কেবল কারবালার অধিবাসীরাই প্রাপ্ত হবেন। কেননা, যারা কারবালা নগরী থেকে দুরে অবস্থান করছেন তারা কিভাবে আশুরার দিন ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর মাজার জিয়ারত করে ঐ পূর্ণ্যী লাভ করবেন ?

উত্তরে ইমাম বলেন ঃ যারা কারবালা থেকে দুরে অবস্থান করছে তারা যদি কোন মরুদ্যানে (ফাঁকা মাঠে) বা নিজের বাড়ীর ছাদের উপর যেয়ে ক্বাবামুখী হয়ে ইমাম হুসাইন (আঃ) –কে ইশারা করে সালাম, দরুদ ও তাঁর শত্রুদের (খুনী) প্রতি অভিসম্পাত করে । অতঃপর দু'রাকআত নামাজ পড়ে, (মধ্যাহ্নে সূর্যহেলে পড়ার পূর্বে সম্পাদন করা উত্তম)। এরপর নিজের ত্রুটি ও পাপ সমূহ স্মরণ করে তওবা এবং ইমাম হুসাইনকে (আঃ) স্মরণ করে ক্রন্দন করে, একই সাথে বাড়ীতে উপস্থিত সবাইকে ক্রন্দনে উৎসাহ দান করে, এভাবে যদি নিজেকে ও নিজের বাড়ীকে শোকে শোকাভুত করে তোলে তাহলে আমি নিশ্চিত ভাবে উক্ত সওয়াব সমূহের প্রতিশ্রুতি তাকে দিচ্ছি।

রাবী পুনরায় ইমাম বাকের (আঃ)–কে জিঙ্গেস করেন, আমরা পরস্পরকে কি ভাবে সমবেদনা জ্ঞাপন করব ? তিনি বললেন ঃ প্রভু ইমাম হুসাইন (আঃ) – এর শোকসভায় আমাদের জন্য সওয়াব ও পুরস্কারাদি রাখবেন । আর আমাদেরকে এবং আপনাকে ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে, ইমাম মাহদী (আঃ) –এর সাথীতে পরিণত করবেন ।

– মাফাতিহুল জিনান

লক্ষনীয় বিষয় হল, যেভাবে মরহুম নুরী (রহঃ) নাহজুল সিকাব নামক গ্রন্থে এবং শেইখ আব্বাস কুমী মাফাতিহুল জিনান গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন তাহল, এটা এমন একটি জিয়ারত যে জিয়ারত পাঠের জন্য স্বয়ং ইমাম হুসাইন (আঃ) নির্দেশ দিয়েছেন । সুতরাং নিয়মিত এ জিয়ারতটি পাঠ থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

السَّلام عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، السَّلام عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلام عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَابْنَ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ ، السَّلام عَلَيْكَ يَا ابْنَ فاطمَةَ الزّهراءِ سَيِّدَة نساءِ العالَمِينَ ، السَّلام عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللهِ وابْنَ ثارِه وَالْوِتْرَ المَوْتُورَ ، السَّلام عَلَيْكَ وَعَلَى الأَرواحِ الّتِي حَلّتْ بِفِنائِكَ ، وَأَنَاخَتْ بِرحْلِك عَلَيْكُمْ مِنّي جَميعاً سَلامُ اللهِ أَبَداً ما بَقِيتُ وَبَقِيَ اللّيْلُ وَالنَّهارُ.

হে আবা আব্দুলাহ আপনার প্রতি সালাম, হে আলাহর রাসুল (আঃ) – এর সন্তান আপনার প্রতি সালাম, হে আমিরুল মুমেনীনের সন্তান আপনার প্রতি সালাম, হে বিশ্বের নারীকুলের সম্রাজ্ঞীর সন্তান আপনার প্রতি সালাম, ওহে তুমি ঐ মহান ব্যক্তি, যার পিতার ও তোমার রক্তের প্রতিশোধ এবং তোমার প্রতি অবিচার ও জুলুমের বিচার স্বয়ং প্রভুই গ্রহণ করবেন, আপনার প্রতি সালাম। আপনার প্রতি সালাম এবং আপনার পবিত্র আত্মার প্রতি যে আত্মার আপনার পবিত্র হেরেমে সমাধিত হয়েছে। আপনাদের সকলের (ইমাম ও তাঁর সাথীবর্গ) উপর অনন্তকাল যাবৎ আমার দরুদ ও সালাম।

আপনাদের উপর আলাহর সালাম বর্ষিত হোক যতদিন, আমি আছি, ও এই বিশ্বে দিবা-নিশির গমনাগমন ঘটে ।

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ ، وجَلَّتْ وعَظُمَتْ الْمُصِيبَةُ بكَ عَلَيْنا وَعَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الإِسلام ، وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُكَ فِي السَّمٰوَاتِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السَّمٰوَاتِ ، فَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أساسَ الظُّلْمِ وَالجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ وَأَزالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللهُ فِيها ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ ، وَلَعَنَ اللهُ الْمُمَهِّدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينِ مِنْ قِتالِكُمْ ، بَرِئْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْياعِهِمْ وَأَتْباعِهِمْ وَأَوْلِيائِهِمْ.

আমাদের প্রতিটি শীয়া ও মুসলমানদের জন্য ঘটনাটি মর্মবিদারক ও মূর্ছবাহ কঠিন ছিল। আসমানে অবস্থানকারী সকলের জন্য আপনাদের শোক সম্ভার ছিল অতিশয় কঠিন বেদনাময় মর্মস্পর্শী ।সুতরাং অভিশাপ পতিত হোক যারা রাসুল (সঃ) -এর আহলে বাইতের প্রতি অত্যাচারের ভিত্তি রচনা করেছে, যারা আপনাদের যথার্থ অবস্থান [খেলাফত] গ্রহণে বাধাঁদিয়েছিল এবং প্রভু আপনাদের যে বিশেষ পদ দান করেছিলেন তা ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের উপর আলাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। যে জাতি আপনাদের শহীদ করেছে তাদের উপর আলাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। আলাহ ঐ সকল লোকদের উপর অভিশাপ বর্ষন করুন, যারা আপনাদের হত্যায় দূর্নীতি পরায়ণ ও অত্যাচারী সরকারের প্রতি সম্মতি ও সমর্থন দিয়েছে । হে আবা আব্দুলাহ আমি ঐ সকল অত্যাচারী ও তাদের অনুসারী, অনুগামী ও সাথীদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে প্রভু ও আপনার নিকট আশ্রায় প্রার্থনা করছি।

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ وَوَلِيٌّ لِمَنْ والاكُم وعدوٌّ لِمَنْ عاداكُمْ إِلى يَوْمِ القِيامَةِ ، وَلَعَنَ اللهُ آلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ ، وَلَعَنَ اللهُ بَنِي أُمَيَّةَ قاطِبَةً ، وَلَعَنَ اللهُ ابْنَ مَرْجانَةَ ، وَلَعَنَ اللهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ ، وَلَعَنَ اللهُ شِمْراً ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً أَسْرَجَتْ وَأَلْجَمَتْ وَتَهَيَّأَتْ وَتَنَقَّبَتْ لِقِتالِكَ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ عَظُمَ مُصابِي بِكَ ، فَأَسْأَلُ اللهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقامَكَ ، وَأَكْرَمَنِي بِكَ ، أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثارِكَ مَعَ إِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

হে আবা আব্দুলাহ যারা আপনার সাথে বন্ধুত্ব করে আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের বন্ধু আর যারা আপনার সাথে যুদ্ধ (শত্রুতা) লিপ্ত হয়, আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করি। আলাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান ও মারওয়ান বিন হিকামের বংশধরদের উপর। আল-াহর অভিশাপ বর্ষির্তত হোক বনি ওমাইয়াদের উপর চরম অভিশাপ, মারওয়ানের পুত্রের উপর প্রভুর অবিশাপ বর্ষিত হোক। ওমর সা'দের উপর প্রভুর অভিশাপ বর্ষিত হোক।শীমার জিল জৌশানের উপর বর্ষিত হোক আলাহর অভিশাপ। ওদের সবারউপর আলাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। যারা ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর সাথে যুদ্ধের জন্য ঘোড়াদের সজ্জিত করেছিল এবং আপনাদের উপর অতর্কিত আক্রোমন করেছিল। যারা আপনার সাথে যুদ্ধে অগ্রসরে প্রস্তুত হয়েছিল। আমার বাবা মা আপনার জন্য উৎর্স্বগীত, আপনার উপর আরোপিত অত্যাচার ও নৃশংসতার শোক সম্ভার আমাদের হৃদয়কে অসহনীয় বেদনাতুর ও মর্মাহত করে তুলেছে। তাই যে প্রভু আপনার অবস্থানকে উন্নত করেছেন এবং আপনার ভালবাসার মাধ্যমে আমাকে সম্মানীত করেছেন, তারই কাছে প্রার্থনা করি । হে প্রভু আমাকে এমন একদিনের সৌভাগ্য রাখ যেদিন মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর আহলে বাইতগণ (আঃ) –এর ইমাম হযরত মাহদী (আঃ) –কে সহযোগীতা করে আপনার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী একজন হতে পারি।

اللهمّ اجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجِيهاً بِالحُسَيْنِ عَلَيهِ السَّلام فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ مِنَ المُقَرَّبِينْ .

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلى اللهِ تعالى ، وَإِلَى رَسُولِهِ ، وَإِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِلَى فاطِمَةَ ، وإِلى الحَسَنِ وَإِلَيْكَ

بِمُوالاتِكَ ، ومُوالاةِ أَوليائِك وَبِالْبَراءَةِ مِمَّنْ قاتَلَكَ وَنَصبَ لَكَ الحَربَ ، وبالْبَراءةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أساسَ الظُّلْمِ وَالجَوْرِ عَلَيْكُمْ ، وَعلى أشياعِكُم وَأَبْرَأُ إلى اللهِ وَإِلى رَسُولِهِ وَبالبراءةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أساسَ ذلِكَ ، وَبَنى عَلَيْهِ بُنْيانَهُ ، وَجَرى في ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَيْكُمْ وَعَلى أَشْياعِكُمْ ، بَرِئْتُ إِلى اللهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ ، وَأَتَقَرَّبُ إِلى اللهِ وَإِلى رَسولِهِ ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوالاتِكُم وَمُوالاةِ وَلِيِّكُمْ ، وَبِالْبَراءَةِ مِنْ أَعْدائِكُمْ ،وَالنَّاصِبِينَ لَكُم الحَرْبَ ، وَبِالبَراءَةِ مِنْ أَشْياعِهِمْ وَأَتْباعِهِمْ ،

হে প্রভু আমাকে ইমাম হুসাইন (আঃ) –এর [শাফায়াত ও ভালবাসার] মাধ্যমে আপনার নিকট পরকাল ও ইহকালে সম্মানীত ও সৌভাগ্য মন্ডিত কর । হে আবা আব্দুলাহ আমি প্রভুর দরবারের নৈকট্য প্রার্থনা করি, একই সাথে হযরত রাসুল (সঃ) আমিরুল মুমেনীন, ফাতেমা, হাসান (আঃ) ও আপনার নৈকট্য প্রার্থনা করি । এ নৈকট্য প্রার্থনার মাধ্যম হল আপনার প্রতি ভালকবাসা ও বন্ধুত্ব এবং আপনাদের আহলে বাইত (আঃ)–দের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচারের ভিত্তি রচয়িতাদের প্রতি ঘৃনা প্রদর্শন আরও ঘৃনা প্রদর্শন করি যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে। প্রভুর দরবারে ও আপনারা আলাহর প্রতিনিধি, আপনাদের কাছে ঐ অত্যাচারী ও জালীম লোকদেও প্রতি ঘৃনা প্রদর্শন করেছি। প্রভুর দরবারে প্রথমে নৈকট্য প্রার্থনা করি অতঃপর আপনাদের [আলাহর প্রতিনিধি]। আপনার প্রতি ভালবাসা ও আপনাদের বন্ধুদের প্রতি বন্ধুত্বের মাধ্যমে, এবং আপনাদের শত্রুদের প্রতি ঘৃনা প্রদর্শন করে আর যারা আপনাদের সাথে যুদ্ধে অবর্তীন হয়েছে, আপনাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, একই সাথে তাদের অনুসারী ও অনুগামীদের প্রতি ঘৃনা প্রদর্শন করি ।

يا أَبا عَبدِ اللهِ إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ ، وَوَلِيٌّ لِمَنْ والاكُمْ ، وَعَدُوٌّ لِمَنْ عاداكُمْ ، فَأَسْأَلُ اللهَ الَّذي أَكْرَمَني بِمَعْرِفَتِكُمْ ، وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيائِكُمْ ، وَرَزَقَنِي البَراءَةَ مِنْ أَعْدائِكُمْ ، أَنْ يَجْعَلَني مَعَكُمْ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ ، وَأَنْ يُثَبِّتَ لي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِي الْمَقامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ ، وَأَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِي مَعَ إِمَامٍ مَهْدِيٍّ ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بالحَقِّ مِنْكُمْ ، وَأَسْأَلُ اللهَ بِحَقِّكُمْ وَبِالشَّأْنِ الَّذي لَكُمْ عِنْدَهُ أَنْ يُعْطِيَنِي بِمُصابِي بِكُمْ أَفْضَلَ ما يُعْطِي مصاباً بِمُصِيبَتِهِ ، يا لَها مِنْ مُصِيبَةٍ مَا أَعْظَمَها وَأَعْظَمَ رَزِيَّتَها فِي الإِسلامِ وَفِي جَمِيعِ أَهلِ السَّمواتِ وَالارْضِ

হে ইমাম যারা আপনাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তারা আমার বন্ধু আর যারা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে আমি যুদ্ধে অবর্তীন হই। যারা আপনাদের সাথে বন্ধুত্ব করে আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করি। আর যারা আপনাদের সাথে শত্রুতা করে আমিও তাদের সাথে শত্রুতা করি ।

তাই মহান প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যেন আমাকে আপনাদের বন্ধুত্বে ও যথার্থ পরিচিতির মাধ্যমে ধন্য করেন। একই সাথে আপনাদের শত্রুদের প্রতি সর্বদা ঘৃনা প্রদর্শনকে আমার জীবিকায় পরিণত করে দেন। আমাদেরকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতে আপনাদের সহচার্য দান করেন এবং পৃথিবী ও পরকালে আপনাদের সত্য অবস্থানের পথে আমাকে সুদৃঢ় রাখেন। পুনরায় প্রভুর নিকট আবেদন করি, আপনাদের জন্য নির্ধারিত ‘মাহমুদ’ অবস্থানে আমাকেও [ক্ষমতানুযায়ী] উর্ত্তীন করেন। প্রভু যেন আমার সৌভাগ্যে রাখেন, যাতে আবির্ভাবকারী সত্যভাষী ইমাম মাহদী (আঃ) -এর সাথে আপনাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী স্বরুপ থাকতে পারি । প্রভুর দরবারে আপনাদের যথার্থ সম্মান ও নৈকট্যশীল অবস্থানের ওসিলায় আলাহর নিকট প্রার্থনা করি , আপনাদের অসহনীয় শোকে শোকাহত মূর্ছাহত হওয়ার সওয়াব প্রতি শোকাহতকে উত্তম সওয়াব দান করেন । আমাকেও যেন ঐ পূর্ণী দান করেন। আপনাদের (আহলে বাইত) শোক মুসলিম বিশ্বকে বরং সমগ্র বিশ্ব আসমান ও জমিনের প্রতি ছিল অসহনীয় বেদনাতুর । আর শোকাহতদের প্রতি অসহনীয় ।

اللهُمَّ اجْعَلْني في مَقامي هذا ممَّن تَنالُهُ منْكَ صَلَواتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ. اللهُمَّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْيا مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد ، وَمَماتي مَماتَ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد. اللهُمَّ إنَّ هَذا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ به بَنُو اُمَيَّةَ وَابْنُ آكلَة الاكْباد ، اللعينُ بْنُ اللعين عَلَى لِسانِكَ وَلِسان نَبيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآله في كُلِّ مَوْطن وَمَوْقف وَقَفَ فيه نَبيُّكَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآله ـ

হে প্রভু আমি এখন যে অবস্থানে আছি আমাকে তাঁদের শান্তি অনুগ্রহ, ও ক্ষমা থেকে আমাকেও পরিতৃপ্ত কর । হে প্রভু আমি এখন যে অবস্থানে আছি আমাকে তাঁদের শান্তি অনুগ্রহ, ও ক্ষমা থেকে আমাকেও পরিতৃপ্ত কর ।

হে প্রভু আমাকে মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইত (আঃ) -এর ধর্মে জীবিত রাখ এবং মৃত্যুও ঐ আদর্শে মৃত্যুবরণ করাও । হে প্রভু আজকের [আশুরা] এদিন, যেদিনে ওমাইয়া বংশের কলিজা ভক্ষণশারী নারীর [হিন্দা] পুত্র ও অভিশপ্ত মুয়াবিয়ার অভিশপ্ত ও অপবিত্র পুত্র ইয়াজিদকে আপনার ভাষায় এবং আপনার রাসুল (সঃ) -এর ভাষায় [অভিসম্পাত কর] আপনার রাসুল (সঃ) যে সকল স্থান ও অবস্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন, (সকল স্থানে তাদেরকে অভিসম্পাতের মাধ্যমে স্মরণ করেছেন)।

اللهُمَّ الْعَنْ أَبا سُفْيانَ وَمُعاوِيَةَ وَيَزيدَ بْنَ مُعاوِيَةَ وَآلَ مَرْوَانَ عَلَيْهِمْ منْكَ اللعْنَةُ أَبَدَ الآبدينَ ، وَهذا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيَاد وَآلُ مَرْوانَ عَليهِمُ اللَّعْنَةُ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلام ، اللهُمَّ فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللعْنَ وَالعَذابَ الأليم.

اللهُمَّ إنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ في هذَا اليَوْمِ ، وَفي مَوْقِفي هَذا ، وَأَيَّامِ حَيَاتي بِالبَرَاءَةِ مِنْهُمْ ، وَاللعْنَةِ عَلَيْهِمْ ، وَبِالْمُوالاة لِنَبيِّكَ وَآلِ نَبيِّكَ عَلَيه وعَلَيْهِمُ السَّلام.

হে প্রভু আবু সুফিয়ানের প্রতি অভিশাপ বর্ষন কর ও তার পুত্র মু'য়াবিয়া এবং তার পুত্র ইয়াজিদ, এদের সকলের উপর অনন্ত অভিশাপ বর্ষন কর ।

আজকের [আশুরার] এদিন যে দিন আলে জিয়াদ বিন আবিহা ও আলে মারওয়ান বিন হিকাম যারা ইমাম হুসাইনকে (আঃ) হত্যার মাধ্যমে আনন্দ করেছিল, হে প্রভু আপনিই আপনার অভিসম্পাত ও কঠিন শাস্তিকে তাদের উপর কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দাও।

হে প্রভু আমি আজকের এদিনে এই স্থানে ও জীবনের প্রতিটি মূহূর্তে তাদের প্রতি ঘৃনা প্রদর্শন ও জালিমদের উপর অভিসম্পাত ও শক্রতা করি এবং আপনার নবী ও তাঁর আহলে বাইত (আঃ) –এর প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে আপনার নৈকট্য প্রার্থনা করি ।

ثمّ يقول : اللهُمَّ الْعَنْ أوّلَ ظالم ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَآخرَ تابع لَهُ عَلَى ذلكَ ، اللهُمَّ الْعَنِ العصابَةَ الَّتي جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلام وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلَى قَتْله. اللهُمَّ الْعَنْهم جَميعاً (يقول ذلك مائة مرّة).

এরপর একশ্ বার বলতে হবে –

হে প্রভু আপনি তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষন করুন যারা মুহাম্মদ ও তাঁর আহলে বাইতগন (আঃ) -এর প্রতি প্রথম জুলুম করেছে এবং সর্বশেষ জালিম যে, প্রথম জালিমকে তার জুলুমের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছে। হে প্রভু যে লোকেরা ইমাম হুসাই (আঃ) -এর সাথে যুদ্ধেলিপ্ত হয়েছিল, তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষন কর । আর তাদের অনুসারী অনুগামী ও তাদের আনুগত্য স্বীকারকারীদের প্রত্যেকের উপর অভিশাপ বর্ষন কর ।

ثمّ يقول : السَّلام عَلَيْكَ يَا أبا عَبْد الله وَعَلَى الأرواحِ الَّتي حَلَّتْ بفنائكَ ، وَأَنَاخَت بِرَحْلِك عَلَيْكَ مِنِّي سَلامُ اللهِ أَبَداً مَا بَقيتُ وَبَقيَ اللَيْلُ وَالنَّهارُ ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخرَ العَهْد مِنِّي لِزيَارَتِكُمْ ، أَهْلَ البَيتِ السَّلام عَلَى الحُسَيْن ،

وَعَلى عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ ، وَعَلى أَوْلادِ الحُسَيْنِ ، وَعَلى أصْحابِ الحُسَينِ الذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُم دُونَ الحُسين (يقول ذلك مائة مرّة).

অতঃপর একশ্ বার পাঠ করবে–

হে আবা আবদুলাহ আপনার প্রতি ও আপনার পবিত্র সত্তার প্রতি সালাম, যে সত্তা সমাধিত হয়েছে । আমার পক্ষ থেকে আলাহর সালাম অনন্তকাল ব্যাপী, যতদিন এই দিবা-নিশি অবিচল আছে । প্রভু যেন এ জিয়ারতকেই আমার জীবনের শেষ জিয়ারতে পরিণত করে না দেন । ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর সন্তানগণ ও ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর সাথীদের প্রতি সালাম ।

ثمّ يقول : اللهمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوّلَ ظالم باللّعْنِ مِنّي ، وَابْدَأْ بِهِ أَوّلاً ، ثُمَّ الثّاني ، وَالثّالِثَ وَالرّابِعَ ، اللهُمَّ الْعَنْ يزيَدَ خامِساً ، وَالْعَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِياد وَابْنَ مَرْجانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْد وَشِمْراً وَآلَ أَبي سُفْيانَ وَآلَ زِياد وآلَ مَرْوانَ إِلى يَوْمِ القِيامَةِ.

তারপর বলতে হবে –

হে প্রভু আমার অভিসম্পাতকে আহলে বাইত (আঃ) -এর উপর প্রথম অত্যাচারী জালিমের জন্য নির্ধারিত করে দাও, যে অত্যাচার দ্বারা সে অত্যাচারের সূচনা করেছিল । অতঃপর দ্বিতীয় অত্যাচারী, এরপর তৃতীয় অত্যাচারী, তারপর চতুর্থ জালিমের উপর [আমার অভিশাপ বর্ষন কর]। হে প্রভু পঞ্চম ব্যক্তি ইয়াজিদের উপর অভিশাপ বর্ষন কর । আব্দুলাহ্ বিন জিয়াদ ও ইবনে মারজানাহ, ওমর বিন সা'দ, শীমার, আলে আবু সুফিয়ান, আলে জিয়াদ, আলে মারওয়ান, এদের সকলের উপর কেয়ামত পর্যন্ত অভিশাপ বর্ষন কর ।

ثم تسجد وتقول : اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْدَ الشّاكِرينَ لَكَ عَلى مُصابِهِمْ ، الحَمْدُ للهِ عَلى عَظِيمِ رَزِيّتِي.اللهُمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الحُسَيْن عَلَيهِ السَّلام يَوْمَ الوُرُودِ ، وَثَبِّتْ لي قَدَمَ صِدْق عِنْدَكَ مَعَ الحُسَيْنِ وَأَصْحابِ الحُسَيْن الّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْن عَلَيْهِ السَّلام.

অতঃপর সিজদায় অবনত হয়ে বলতে হবে–

হে প্রভু আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের ন্যা্য়। আহলে বাইত (আঃ) -এর শোকে আমি যে শোকাছান্ন আমার এ আজাদারী ও শোকানুভুতিতে আলাহর প্রসংশা। হে প্রভু যেদিন আপনার সম্মুখে দন্ডায়মান হব সেদিন ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর শাফায়াত আমার ভাগ্যে রাখ। আর আপনার নিকট হুসাইন (আঃ) ও তাঁর যে সকল সাথীরা খোদার পথে জীবন উৎস্বর্গ করেছে তাঁদের সাথে আমাকে আপনার নিকট সত্যে অবিচল রাখ ।